গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা | ৩০ অক্টোবর - ৫ নভেম্বর ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বুকস্টলে বিজেপি-আরএসএস বাহিনীর ফ্যাসিবাদী হামলা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সহ বামপন্থী দলগুলির বুক স্টলের উপর বিজেপি, আর এস এস সহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির পরিকল্পিত হামলার তীব্র নিন্দা করে ২২ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

চারের পাতায় দেখুন

হুগলির সোমড়াবাজারে ভেঙে দেওয়া বুকস্টল
নিচে ঃ কলকাতার স্টলে বই কেনার ভিড়

ফতোয়া উড়িয়ে স্টলে ভিড় করে বই কিনলেন মানুষ

‘বামপন্থীদের বুকস্টল করতে দেব না’— মুখ্যমন্ত্রীর এই আগাম ঘোষণা ঘোর বাস্তব হয়ে দেখা দিল এই বাংলায় এ বারের শারদোৎসবের আবহে। রাজ্য জুড়ে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের বইয়ের স্টলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শাসক বিজেপির মদতপুষ্ট গুন্ডাবাহিনী। কোথাও ধমকে-চমকে, কোথাও সশস্ত্র আক্রমণ নামিয়ে কর্মীদের রক্তাক্ত করে, স্টলের ব্যানার, লাল পতাকা ছিঁড়ে, ভাঙচুর করে বইয়ের স্টল বানচাল করার চেষ্টা করল তারা। নবজাগরণের এই মাটিতে, শহর কলকাতার বুকে নর্দমায় ফেলা হল শরৎচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের বই, মাটিতে ফেলে চরম আক্রোশে লাথি মারা হল বইয়ের ওপর।

বিরোধীদের ওপর শাসক দলের দমন-পীড়ন, বিরোধিতার কণ্ঠরোধ করা রাজ্যে বা দেশে নতুন নয়। কিন্তু বইয়ের ওপর এমন আক্রোশ, সরকারি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বইয়ের স্টলে ভাঙচুর-গুণ্ডামির এই নির্লজ্জ স্পর্ধা কার্যত নজিরবিহীন। দীর্ঘদিন ধরেই বইয়ের স্টল এ রাজ্যে শারদোৎসবের অঙ্গ। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা সংগ্রামী বামপন্থী দল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর। রাজ্যের

চারের পাতায় দেখুন

ভাঙা স্টলেই সাংবাদিক সম্মেলন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর স্টল ১৭ অক্টোবর রাত ২টায় পুলিশ ভেঙে দেয়। প্রতিবাদে সেই ভাঙা স্টলেই সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজ্য নেতৃবৃন্দ (ওপরের ছবি)। রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, বুক স্টলের উপর আক্রমণ জ্ঞানচর্চা ও চিন্তার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা, যা ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। প্রেস কনফারেন্সের পর চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, পলিটবুরো সদস্য অমিতাভ চ্যাটার্জী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ তরুণকান্তি নস্কর, তরুণ মণ্ডল, সুব্রত গৌড়ী, মৃদুল সরকার এবং নভেন্দু পাল একত্রে পাশের সিপিএমের স্টলে যান ও কর্মীদের সাথে কথা বলেন। এই স্টল ভাঙার জন্য যখন পুলিশ আসে

দুয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লিতে এসআইআর বিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ

কোটি কোটি নাগরিকের ভোটাধিকার হরণ করে ভারতের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার চরম অপরাধ করেছেন। তাই দেশব্যাপী তাঁর গ্রেফতারি ও বিচার এবং এসআইআর বাতিলের দাবি ক্রমাগত জোরালো হচ্ছে। কয়েক মাস ধরে আন্দোলন চলছে। দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘পিপলস এগেনস্ট এসআইআর’। এই সংগঠন এবং সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এসকেএম)-র যৌথ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২৩ অক্টোবর দিল্লিতে আছড়ে পড়ল বিক্ষোভের ঢেউ। এ দিন গোল ডাকখানা থেকে মিছিল শুরু হয়। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও, মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস, শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি, কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস সহ আরও বহু বামপন্থী ও প্রগতিশীল সংগঠন যোগ দিয়ে এই বিক্ষোভের মাত্রা বাড়ায়। শুধু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারই নন, তাঁকে দিয়ে এই অসাংবিধানিক কাজ যারা করাল সেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও সে দিন জবাব চাইল দেশবাসী।

এ দিন গুরুদুয়ারা বাংলা সাহিবের কাছে পৌঁছে বিক্ষোভ মিছিল বিশাল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ব্যারিকেডের সামনে পড়ে। সেখানে প্রতিবাদ সভায় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ সভা নিষিদ্ধ করার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন, আন্দোলন দিনের পর দিন চালিয়ে যেতে হলে আন্দোলনের কমিটি চাই। গণতন্ত্র বাঁচাতে সমস্ত এলাকায়, সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান তাঁরা।

প্রথম শ্রেণি থেকেই ফিরুক পাশ-ফেল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সিলেবাস কমিটি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর যে সুপারিশ করেছে সে প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৫ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

রাজ্য সরকার নিযুক্ত সিলেবাস কমিটি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর সুপারিশ করেছে এবং মুখ্যমন্ত্রীও সংবাদমাধ্যমে পাশ-ফেল চালুর পক্ষে মত দিয়েছেন। আমরা গত সাড়ে চার দশক ধরে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালুর দাবি করে আসছি। সিপিএম পরিচালিত সরকার গত শতকের ৮০-র দশকের শুরুতে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে বাংলার বরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণ ও শিক্ষক-শিক্ষাবিদদের নেতৃত্বে এবং আমাদের দলের উদ্যোগে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই দাবিতে ১৯৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সফল বাংলা বনধের পর তৎকালীন রাজ্য সরকার ইংরেজি চালু করলেও পাশ-ফেল চালু করেনি। ২০০৯ সালে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার শিক্ষার অধিকার আইন চালু করে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে এই পদ্ধতির কোনও পরিবর্তন ঘটায়নি। ফলে সারা দেশে স্কুলশিক্ষা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত— শেখা ও শেখানোর কোনও পরিবেশ নেই। আমাদের দাবি রাজ্য, সরকার প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করার ব্যবস্থা করুক।

রাজ্য জুড়ে শতাধিক বইয়ের স্টলে দুষ্কৃতী হামলা

এ বছর শারদ উৎসবে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) সহ বামপন্থীদের বইয়ের স্টলে বিজেপির দুষ্কৃতী বাহিনী এবং পুলিশ-প্রশাসন নজিরবিহীন হামলা চালায়। উৎসবের শুরু থেকে লাগাতার এই হামলা চলতে থাকে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দলের কর্মীরা ভাঙা স্টল মেরামতের পর নতুন করে কাজ শুরু করেন। এই হামলা রাজ্যের বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। তাঁরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেন, স্টলে এসে বই কিনে সংহতি জানান। অনেকেই বলে যান, এই গুন্ডামির প্রতিবাদ জানাতেই তিনি বই কিনছেন। রাজ্য জুড়ে এসইউসিআই(সি)-র বুকস্টলে বিজেপির হামলার কিছু নমুনা—

১৬ অক্টোবর ঃ রাতে শ্যামবাজার স্টলে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়ে স্টল লণ্ডভণ্ড করে। ট্যাংরায় বিজেপির গুন্ডাবাহিনী হামলা চালিয়ে স্টল ভেঙে দেয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় রাধাকান্তপুর আটেশ্বরতলা স্টলে বিজেপি বাহিনী হামলা চালায়। মৈপীঠ শনিবারের বাজার ও বৈকুণ্ঠপুরের দুটি স্টল, পশ্চিম মেদিনীপুরে বেলদায়, বহরমপুরের গোরাবাজারে স্টল ভেঙে দেয়। বাঁকুড়ার সোনামুখীতে থানার আইসি এসে স্টল তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেন। বেহালার পূর্বপাড়া জেমস লং, ম্যান্টন, কদমতলা বাজার এবং সখেরবাজার ডিএইচ রোডের বুকস্টলে দুষ্কৃতী বাহিনী বইপত্র নিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেয়, কর্মীদের মারধর করে, চেয়ার টেবিল আছড়ে ভাঙে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ জানাতে যাওয়া হলে সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ডেপুটেশন কপি নিতে অস্বীকার করেন। বাইক বাহিনী 'জয় শ্রীরাম' আওয়াজ তুলে এসে গার্ডেনরিচে স্টল ভেঙে দেয়। হরিদেবপুরে এম জি রোডের বুক স্টল এক উন্মত্ত বাইক বাহিনী এসে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। চেয়ার টেবিল হ্যালোজেন লাইট ভেঙে ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন ছিঁড়ে দেয়। দলের পক্ষ থেকে হরিদেবপুর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

১৭ অক্টোবর ঃ ক্যানিং, সিউড়ির পুরন্দরপুর, মুর্শিদাবাদের নওদা, মথুরাপুর, চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর, আসানসোল কোর্ট মোড়, বর্ধমানের ছোট নীলপুর, হুগলির সোমড়াবাজারে স্টল ভেঙে দিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

১৮ অক্টোবর ঃ কোচবিহার শহরে সাগরদিঘির কাছারি মোড় বুকস্টল ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা। উত্তর চব্বিশ পরগণার ভাটপাড়ায় পুলিশ চাপ দিয়ে স্টল তুলে দিতে বাধ্য করে। দত্তপুকুরে আরপিএফকে নিয়ে গুন্ডাবাহিনী স্টল ভেঙে দেয়। নদিয়ার চাপড়ায় স্টলে বিজেপির গুন্ডাবাহিনী হামলা চালায়। আইনজীবী কমরেড মোজাম্মেল হককে মেরে মাথা ও গাল ফাটিয়ে দেয় (ছবি)। কল্যাণী, তাহেরপুর, গয়েশপুরের গোকুলপুরে স্টল ভেঙে দেয়। মাথাভাঙা, মালদার চাঁচল, হুগলির আরামবাগ, পুরুলিয়ার নীলকুঠিডাঙা, হাওড়ার বাগনানে স্টল ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা।

১৯ অক্টোবর ঃ হলদিয়ার ব্রজলাল চকে, পাঁশকুড়া পুরাতন বাজারে, হাউর স্টেশন বাজারে, ময়নার আসনান, নিমতৌড়ি, রাধাবল্লভপুর স্টলে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বাদুড়িয়ায়, কাঁচরাপাড়ায় গোকুলপুরে পুলিশ ও দুষ্কৃতী বাহিনী স্টল ভেঙে দেয়।

২১ অক্টোবর ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাতে আসনান বাজারে স্টল ভেঙে দেয়। জয়নগরের স্টল বন্ধকরতে আইসি জোর করেন। হলদিয়ার চৈতন্যপুরে, পূর্ব মেদিনীপুরের ডিমারি রাধাবল্লভপুরে স্টল পুড়িয়ে দেয় দুষ্কৃতী বাহিনী।

২২ অক্টোবর ঃ ঢাকুরিয়ার বাবুবাগানে পুরসভার কর্মীরা এবং পুলিশ এসে স্টল ভেঙে দেয়। বাগুইআটির জগৎপুরে দলের বুক স্টলে বিজেপি দুষ্কৃতীরা সমস্ত বই পাশের খালের জলে ফেলে দেয়, যাদবপুরে সিপিএমের স্টল ভাঙতে পুলিশ এলে, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কর্মীরা সিপিএমের কর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিবাদে শামিল হন। ভোর রাতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর স্টল পুলিশ ভেঙে দেয়। নিউটাউনে বিশ্ববাংলার গেটে দুষ্কৃতীরা দলের স্টল ভেঙে দেয় এবং বইগুলো নিয়ে চলে যায়। জয়নগরের নিমপীঠে বিজেপির চাপে আইসি স্টল তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেন।

সাংবাদিক সম্মেলন

একের পাতার পর

তখন দুই দলের কর্মীরা যৌথভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন।

এর আগে ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ তরুণকান্তি নস্কর, ডাঃ মৃদুল সরকার অসুস্থদের দেখতে মেডিকেল কলেজে গিয়ে জানতে পারেন আগের রাতে ৭ জনকে সরকার অতি তৎপরতায় অ্যাপোলো হাসপাতালে রেফার করেছে। তাঁরা বলেন, এই ঘটনায় স্পষ্ট হল মেডিকেল কলেজের মতো প্রথম শ্রেণির সরকারি হাসপাতালে ট্রমা কেয়ারের ব্যবস্থা নেই।

জীবনাবসান

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পূর্বতন রাজ্য কমিটির সদস্য ও নদিয়া জেলার প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড সুজিত ভট্টশালী দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ১৯ সেপ্টেম্বর ৮২ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরদিন তাঁর মরদেহ দলের কেন্দ্রীয় দফতরে নিয়ে আসা হলে কলকাতা, নদিয়া সহ সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে কর্মীরা সেখানে সমবেত হন। দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ অন্য পলিটবুরো সদস্যদের পক্ষে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। নিমতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড সুজিত ভট্টশালী বর্তমান ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়ায় স্কুলশিক্ষা শেষ করার পর গত শতকের ৬০-এর দশকের শেষ দিকে কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজেই তিনি কমরেড মুকুন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এসে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সঙ্গে যুক্ত হন। সেই সময় কলকাতার মুদিয়ালিতে মূলত ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হত বিচিত্রা পাঠাগার। কমরেড সুজিত ভট্টশালী সেখানে যাতায়াত শুরু করেন। সেখানেই দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে দলের কাজেও তিনি নিয়োজিত হন।

১৯৭৩ সালে চাকুলিয়ায় ছাত্র সম্মেলনকে সামনে রেখে নতুন এলাকায় ছাত্র সংযোগ গড়ে তোলার জন্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী সহ কয়েকজনকে সেখানে পাঠানো হয়। তিনি চাকুলিয়ায় উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করেন। সেই কাজ দেখেই কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁকে অফিসের কাজে আবদ্ধ না রেখে সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব দিতে বলেন। ১৯৭৪ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের পরামর্শক্রমে কমরেড প্রভাস ঘোষ কমরেড সুজিত ভট্টশালীকে সংগঠনের কাজ দেখাশোনার জন্য নদিয়া জেলায় পাঠান। সেই সময়ে জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরে থাকার মতো কোনও নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। এখানকার কমরেডদের ছিল প্রবল আর্থিক অনটন। কমরেড সুজিত ভট্টশালী তখন দলের সঙ্গে যুক্ত কিছু দরিদ্র পরিবারেই থাকতেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কিছু ক্ষেত্রে তিনি সেই সব পরিবারেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন। দলের সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করতে করতেই ১৯৮৭ সালে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তিনি নদিয়া জেলা সম্পাদক হন। ওই একই বছরে তিনি দলের রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কংগ্রেসের শাসনের শেষ দিকে অপশাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে জেলার আন্দোলনে, ১৯৭৯ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে এবং ১৯৮৩ সালে বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জেলাব্যাপী আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮০ সালে কমরেড সুজিত ভট্টশালী কাঠমিস্ত্রিদের সংগঠিত করে নদিয়া জেলা কার্পেন্টার্স অ্যান্ড পলিশার্স ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন এই ইউনিয়নের সভাপতি। ১৯৯০ সালে ১৩টি বামপন্থী পার্টির জোট ভাড়াবৃদ্ধিও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সেই যুক্ত আন্দোলনে নদিয়া জেলায় তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা অন্যান্য শরিক দলগুলিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সারা দেশে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা ঘটানো হয়েছিল, সেই আবহে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বলিষ্ঠ ভাবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান।

২০০৩-০৪ সালে কমরেড সুজিত ভট্টশালী ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনে কলকাতায় কাজ শুরু করেন। ২০০৩ সালে বামফ্রন্ট সরকার কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে টানা রিকশা চালানো নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে কমরেড সুজিত ভট্টশালী টানারিকশা-চালকদের সংগঠিত করে তাদের ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যেই সারা রাজ্যে মোটরভ্যান চালকদের ভ্যান চালানো নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টা শুরু হয়। কমরেড সুজিত ভট্টশালী মোটর ভ্যানচালকদের সমিতি গঠনে নিয়োজিত হন এবং এই সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি সেই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি।

কমরেড সুজিত ভট্টশালী ২০১৮ সালে দলের রাজ্য সম্মেলনের আগে নিজের শারীরিক অসুস্থতার কারণে দলের কাজ না করতে পারার বেদনা থেকে রাজ্য কমিটির সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি চান। তখন থেকে দল তাঁকে রাজ্য কমিটির গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলিতে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে গণ্য করত। এর পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি মূলত গৃহবন্দি ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সবসময়ই সংগঠনের কাজকর্মের এবং দলের নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখতেন। দলের কাজ বা সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনায় অন্যদের সাথে বিতর্ক দেখা দিলেও তিনি তা ব্যক্তিগতভাবে নিতেন না। যার সাথে বিতর্ক, কিছুক্ষণ পরেই দেখা যেত, তাঁর সাথেই কমরেড সুজিত ভট্টশালীর হাসিমুখে আলাপচারিতা। তিনি সব সময়ই দলের কর্মী, সমর্থক, দরদি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে মিশতেন এবং এই গুণের জন্যই তিনি অতি দ্রুত তাদের আপনজন হয়ে উঠতেন।

৭ অক্টোবর নদিয়ায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি হলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন দলের পলিটবুরো সদস্য সৌমেন বসু ও রাজ্য কমিটির সদস্য সেখ খোদাবক্স এবং পূর্বতন জেলা সম্পাদক মহিউদ্দিন মান্নান।

কমরেড সুজিত ভট্টশালী লাল সেলাম

নদিয়ার পলশুণ্ডায় কৃষক মহাসমাবেশ

কৃষকরা আমাদের অন্নদাতা, অথচ আজ তাঁরাই চরম সংকটে। চাষের খরচ বাড়ছে, ফসলের ন্যায্য দাম মিলছে না। প্রতিবাদে ১০ অক্টোবর নদিয়ার পলশুণ্ডায় মহাসমাবেশের ডাক দেয় অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস)। জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও এসআইআর-এ বাদ যাওয়া বৈধ ভোটারদের নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় ফেরানো সহ ৬ দফা দাবিতে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শংকর ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস, সহ-সভাপতি সেখ খোদাবক্স ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মদন সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

যত দিন ব্যক্তিগত মালিকানা আছে, তত দিন রাষ্ট্র আসলে পুঁজিপতিদের হাতে শ্রমিকদের দমন করার যন্ত্র

ভি আই লেনিন

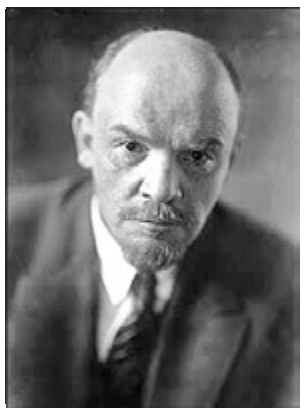

... রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সবার স্বার্থরক্ষাই তার উদ্দেশ্য— এই বুর্জোয়া মিথ্যাটা যে শুধু জ্ঞানপাপীরা, বিজ্ঞানী ও ধর্মযাজকরাই আঁকড়ে ধরে ও সমর্থন করে তা নয়, অনেক লোক, যারা মনেপ্রাণে পুরনো কুসংস্কারে বিশ্বাস করে এবং যারা পুরনো পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তর বুঝতে পারে না, তারাও তাই করে। শুধু বুর্জোয়া শ্রেণির উপর সরাসরি ভাবে নির্ভরশীল মানুষরা নয়, পুঁজির জোয়ালে নিপীড়িত যারা, বা যারা পুঁজির কাছে ঘুষ খেয়েছে (নানা ধরনের বিপুল সংখ্যায় বিজ্ঞানী, শিল্পী, ধর্মযাজক ইত্যাদি যারা পুঁজির সেবায় নিযুক্ত) শুধু তারা নয়, এমনকি সাধারণ মানুষ, ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণা যাদের কুসংস্কারের মতো পেয়ে বসেছে, তারাও সারা দুনিয়া জুড়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছে। কারণ প্রতিষ্ঠালগ্নেই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়াদের এই মিথ্যে কথাগুলো অস্বীকার করে স্পষ্ট বলে দিয়েছিল— আপনারা বলেন যে, আপনাদের রাষ্ট্র স্বাধীন, কিন্তু আসলে, যত দিন ব্যক্তিগত মালিকানা আছে, তত দিন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হলেও রাষ্ট্র আসলে শ্রমিকদের দমন করার জন্য পুঁজিবাদীদের হাতের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। আর সে রাষ্ট্র যত বেশি স্বাধীন, তার দমনমূলক চরিত্রটিও ততই প্রকট। এর উদাহরণ হল ইউরোপে সুইজারল্যান্ড আর আমেরিকা মহাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ দেশ দুটো যদিও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, কিন্তু যতই পালিশ চড়িয়ে এদের সুন্দর করে দেখানো হোক, গণতন্ত্র ও জনগণের সমানাধিকারের কথা যত জোর গলায় বলা হোক, তা সত্ত্বেও, পুঁজি আর কোথাও এখানকার মতো এত খোলাখুলি, এত নির্মম শাসন চালায় না। ... পুঁজির জোরই আসলে সব, স্টক এক্সচেঞ্জই সব, আর পার্লামেন্ট ও নির্বাচন হল শুধু ফাঁকা ঠাট, ঠুনকো মাটির পুতুল। কিন্তু দিনে দিনে শ্রমিকদের চোখ ফুটছে এবং বিশেষ করে সাম্প্রতিক হত্যালীলার পর সোভিয়েত রাজের ধারণা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠছে। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম চালানো যে জরুরি, দিনে দিনে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে শ্রমিক শ্রেণির কাছে।

প্রজাতন্ত্রের খোলসটা যাই হোক না কেন, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হলেও যদি সেটা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র হয়, যদি জমি ও কল-কারখানার ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে এবং ব্যক্তিগত পুঁজি গোটা সমাজকে মজুরি-দাস বানিয়ে ফেলে, ... তবে সেই রাষ্ট্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠ একদল মানুষের উপর মুষ্টিমেয় মানুষের আধিপত্য চাপিয়ে রাখার দমনমূলক হাতিয়ার। আমরা সেই রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে এমন একটি শ্রেণির হাতে দেব, যারা পুঁজির সর্বময় ক্ষমতার অবসান ঘটাবে। রাষ্ট্রের সর্বজনীন সমতা বিষয়ে পুরনো সব কুসংস্কার আমরা উড়িয়ে দেব, কারণ এ সবই শুধু ভাঁওতা। যত দিন সমাজে শোষণ থাকে, তত দিন সমতা আসতে পারে না। জমিদার ও মজুর সমান হতে পারে না, ভুখা মানুষ ও ভরপেট মানুষ সমান হতে পারে না। রাষ্ট্র মানে জনগণের শাসন— এই পুরনো আষাঢ়ে গল্পে বিশ্বাস করে রাষ্ট্র নামের যে যন্ত্রটাকে লোকে কুসংস্কার ও ভয় মেশানো শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে মেনে নিত, সর্বহারা শ্রেণি সেই যন্ত্রটিকে পরিত্যাগ করে ঘোষণা করে— এ হল বুর্জোয়া মিথ্যাচার। ... যখন কোথাও আর শোষণের সম্ভাবনা থাকবে না, যখন জমির মালিক ও কারখানার মালিক বলে কেউ থাকবে না, কেউ ভুরিভোজন করে আর কেউ উপোস করে, এ অবস্থা যখন আর থাকবে না— এ সবের সম্ভাবনা যখন আর থাকবে না, একমাত্র তখনই আমরা এ যন্ত্রটিকে বাতিল করে ছাইগাদায় ফেলে দিতে পারব। তখন আর রাষ্ট্র থাকবে না, শোষণও থাকবে না। এই হল আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি।

'রাষ্ট্র' বই থেকে

ব্রিটিশ শাসকদের রেখে যাওয়া সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্রটিকেই কাজে লাগাচ্ছে স্বাধীন ভারতের শাসকরা

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ঃ ফিরে দেখা (৭)

ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সাধারণ মানুষ দেশভাগ চায়নি। আগেই আমরা দেখিয়েছি, মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভার মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি সংকীর্ণ স্বার্থ ও ক্ষমতার লোভে ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের শরিক ছিল। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আপসমুখী মনোভাব, আইন অমান্য ও গণআন্দোলনের রাস্তা ছেড়ে নির্বাচনকেই স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হিসাবে বেছে নেওয়া, দ্রুত ক্ষমতা দখল নেওয়ার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা দেশভাগের ষড়যন্ত্রকে সফল হতে সাহায্য করেছিল। অথচ এর মূল্য দিতে হয়েছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সাধারণ মানুষকে। ব্যাপক দাঙ্গা, রক্তপাত, মৃত্যু, দেশান্তর, নিঃস্বতা, হিন্দু ও মুসলিম উদ্বাস্তু মানুষের মিছিল— এই ছিল স্বাধীনতার মুহূর্তে দু-টুকরো হওয়া দেশের ছবি। রাজনৈতিক দল হিসাবে ভারতে ক্ষমতার দখল নিয়েছিল কংগ্রেস এবং পাকিস্তানে মুসলিম লিগ। অথচ এই দেশভাগ কি অনিবার্য ছিল?

হিন্দু ও মুসলিম দুই পক্ষের সাম্প্রদায়িক নেতারা সে দিন যতই পরস্পরের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উগরে দিন, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে এই বিদ্বেষ স্বাভাবিক ছিল না, তা বোঝা যায় সেই সময়ের অনেকগুলি ঘটনায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশের ভারত ছেড়ে যাওয়া যখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ নেতারা যখন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ কোন শর্তে হবে, কোন অংশ কোন দেশে যাবে তা খুঁজতে মাথার চুল ছিঁড়ছেন, তখন এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার এক অভূতপূর্ব সমাধান দেশের মানুষ দেখতে পেয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপে।

সেই সময়ে শুরু হয়েছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর তিন সেনানায়ক শাহ নওয়াজ খান, জি এস ধীলন ও পি কে সাইগল-এর বিচার। এঁরা ছিলেন যথাক্রমে মুসলমান, শিখ ও হিন্দু। যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ কংগ্রেস নেতারা শেষ পর্যন্ত দেশভাগে ও বাংলা ভাগে রাজি হন সেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকারে, আজাদ হিন্দ শাসিত অঞ্চলে যে সাফল্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র দেখিয়েছিলেন তা ততক্ষণে দেশের মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ তার মধ্যেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান খুঁজে পান।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনা ও অফিসারদের মুক্তির দাবিতে দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৪৫-এর ২১ নভেম্বর কলকাতায় সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট হয়। সে দিন ছাত্রদের শোভাযাত্রায় পুলিশ গুলি চালালে রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ছাত্র এবং আবদুস সালাম নামে শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পর দিন কলকাতা শহর অচল হয়ে পড়ে। স্কুল-কলেজ, ট্রাম-বাস বন্ধ থাকে, বন্ধ থাকে বহু দোকান। রামেশ্বরের মৃতদেহ নিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের শোকযাত্রা হয়। কয়েক মাস পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রশিদ আলি খানের বিচার শুরু হলে আবার দেশজোড়া আলোড়ন শুরু হয়। রশিদ আলি দিবস উপলক্ষে কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘট হয়। আন্দোলন কলকাতার বাইরে শিল্পাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। বহু জায়গায় জনতা স্টেশনে আগুন লাগায়। ট্রেন লাইন উপড়ে ফেলে। সরকারি হিসাব অনুসারে ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, তিন দিনে কলকাতায় মিলিটারির গুলিতে ৮৪ জন প্রাণ হারান এবং আহত হন ৩০০ জন। দিল্লিতে জনতা সরকারি অফিস ও বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে ও সরকারি সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয়।

ওই বছরেই ২৯ জুলাই ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটের সমর্থনে সারা দেশের সঙ্গে বাংলা প্রদেশে ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে ঐক্য দেখা দিয়েছিল তা কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগ নেতাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অসারতাকেই প্রমাণ করেছিল। এমনকি সাম্প্রদায়িক দলগুলির প্রত্যক্ষ মদতে আগস্ট মাসে কলকাতায় এবং অক্টোবরে নোয়াখালিতে ভয়াবহ দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম নিধনের ঠিক পরেই সারা বাংলা প্রদেশ জুড়েই তেভাগা আন্দোলনেও দেখা যায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। আজাদ হিন্দ সেনাদের মুক্তি আন্দোলনের প্রভাবে নৌসেনাদের বিরাট ধর্মঘট-আন্দোলন হয়। তার প্রভাব পড়ে বায়ু ও স্থলসেনাদের মধ্যে। একের পর এক এই সব আন্দোলনে ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের বিপুল অংশগ্রহণ প্রমাণ করে এই দলগুলির নেতারা যদি আন্তরিকতার সাথে অসাম্প্রদায়িক তথা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির চর্চা করতেন এবং সেই পথে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতেন তবে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ অনিবার্য হত না।

কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক নীতির ফল লাগাতার দাঙ্গা

স্বাধীন ভারতেও সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে ব্রিটিশের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' অর্থাৎ 'বিভাজন এবং শাসন' নীতিই মূল ভূমিকা পালন করেছিল। দেশের সাধারণ মানুষের আশা ছিল দেশ স্বাধীন হলে ব্রিটিশ চলে যাবে, সাম্প্রদায়িকতা দূর হবে। বাস্তবে তা হল না। ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতাটি কেবল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে গেল। ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হলেও ধর্মনিরপেক্ষতার যে মূল নীতি— রাষ্ট্র সব ধর্ম থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলবে, যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও ধর্মাচরণের অধিকার থাকবে, আবার কোনও ধর্মাচরণ না করারও অধিকার থাকবে— অনুসরণ করা হল না। স্বাভাবিক ভাবেই শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশাসনের মোক্ষম অস্ত্র সাম্প্রদায়িকতাকে শাসকরা ধ্বংস করল না। সযত্নে তা রক্ষা করে চলল এবং প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে থাকল। কংগ্রেস শাসনে তাই ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী প্রভৃতিকে ভিত্তি করে উঠে এল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি। শোষিত মানুষকে বিভক্ত করার হাতিয়ার হিসাবেই তা ব্যবহৃত হতে থাকল। তার ফল হিসাবে অজস্র ছোট-বড় দাঙ্গা ঘটতেই থাকল। ১৯৬১-তে জবলপুরে দাঙ্গা হয়। ১৯৬৯-এ গুজরাটের আমেদাবাদের দাঙ্গায় সরকারি হিসেবেই ৬৬০ জন নিহত হন। বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা দু হাজারেরও বেশি। ১৯৭০-এ মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্দি, জলগাঁও ও মহাদ এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ২৪২ জনের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৮০-তে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের দাঙ্গায় চারশোর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮০-তে আসামের নগাঁও জেলার নেলি এলাকার দাঙ্গায় সরকারি হিসেবে ২০০০ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮৪-র দিল্লির শিখবিরোধী দাঙ্গায় সরকারি হিসেবে প্রায় ৩ হাজার

সাতের পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতীদের বাধা প্রতিহত করে বাঁকুড়ায় বুকস্টল

বাঁকুড়ার সোনামুখী স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দলের ছাত্র-ছাত্রী কর্মীরা পাড়ার ঘরে ঘরে গিয়ে বই বিক্রি করেন। শাসক বিজেপি পুলিশকে দিয়ে সিপিআইএমের স্টল তুলে দেয়। পাড়ার বেশ কিছু যুবক স্টলে এসে বলেন, আপনারা ঘরে ঘরে যান, আমরা আপনাদের পাশে আছি। চতুর্থ দিনে দলের স্টল তুলে দেওয়ার জন্য বিজেপি নেতারা স্থানীয় এক শিক্ষককে জোর করে। তিনি বলেন, এসইউসিআই(সি) দলের বুকস্টলে অনেক উন্নত মানের শিক্ষণীয় বই আছে। আমার ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়েছি। সে দিনই সোনামুখী থানার আইসি এসে স্টল খুলে ফেলতে বলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ কর্মীদের পাশে দাঁড়ালে তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন। প্রশাসনের এই ধরনের নানা ধৃষ্টতা দেখে এক বাম শিক্ষক-নেতা স্টলে এসে নিজে বই কেনেন এবং অন্যদের বই কিনতে অনুরোধ করেন। তিনি ক্রেতাদের সবাইকে কলম উপহার দেন।

সন্ধ্যায় স্টলে হামলার খবর পেয়ে জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল বুকস্টলে যান। বাঁকুড়া জেলা সিপিআইএম জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মনোজ চক্রবর্তী স্টলে আসেন। দু-দলের নেতৃবৃন্দ স্টলে হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সম্মিলিত প্রতিবাদ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়।

বিজেপি-আরএসএসের ফ্যাসিবাদী হামলা

একের পাতার পর

দুর্গাপুজোর মধ্যে ১৫-২১ অক্টোবর পর্যন্ত বিজেপি, আরএসএস সহ নানা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন পরিকল্পিতভাবে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) সহ বামপন্থী দলগুলোর বইয়ের স্টলের উপর হামলা, ভাঙচুর চালিয়ে গেছে। বই ছিঁড়ে ফেলেছে, জলে ফেলে দিয়েছে, এমনকি মার্ক্স-লেনিনের মতবাদ বিষয়ক বই ছাড়াও নবজাগরণের মনীষী বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের জীবনচর্চা সম্পর্কিত বই পদদলিত করতেও তারা পিছপা হয়নি। আমাদের দলের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় যে হাজারটির বেশি বইয়ের স্টল হয়েছিল তার মধ্যে শতাধিক স্টলে তারা হামলা চালিয়েছে, কর্মীদের আহত করেছে এবং সমস্ত কিছুই ঘটেছে পুলিশের চোখের সামনে। কোচবিহার থেকে পুরুলিয়া, বর্ধমান থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এই ঘটনা ঘটে। পুলিশের কাছে বারবার অভিযোগ করে কোনও কাজ হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ নিজে হুমকি দিয়ে স্টল বন্ধ করিয়েছে।

যাদবপুরে বামপন্থীদের স্টল ভাঙতে পুলিশ বুলডোজার নিয়েও হাজির হয়েছিল— বামপন্থী দলগুলোর যুক্ত প্রতিরোধে সিপিএমের স্টল না ভাঙতে পারলেও ১৭ তারিখ রাত ২টায় যখন লোকজন কম ছিল তখন পুলিশ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর স্টল ভেঙে দেয়। অথচ চোরবাগানের ১৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁদের পরিজনদের অভিযোগ— ঘটনাস্থলে পুলিশের কোনও দেখা পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ পুলিশকে সরকার বামপন্থী দলগুলোর স্টল ভাঙায় যতটা ব্যবহার করেছে দর্শনার্থী সামলাতে তা করেনি। এর বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রবল প্রতিবাদের সামনে শাসক দলের এক নেতা 'এর সঙ্গে বিজেপি যোগ' অস্বীকার করেছেন। আর এক নেতা ও মন্ত্রী বলেছেন 'তাঁর নাকি এই ঘটনায় মাথা হেঁট হয়েছে'। অথচ অপর এক নেতা ও মন্ত্রী সরাসরি হামলায় প্ররোচনা দিয়েছেন।

এই নজিরবিহীন বর্বরতা প্রতিরোধে যাদবপুর সমেত জেলায় জেলায় বামপন্থী দলগুলির যুক্ত মিছিল হয়েছে। ১৮ তারিখে যাদবপুরের ভাঙা স্টলে বসেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-র উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতারা যাদবপুরের সিপিএম স্টল পরিদর্শন করেন। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, সর্বত্র দলের কর্মীরা সাধারণ মানুষের সাহায্যে পরের দিনই কোথাও স্টল পুনর্নির্মাণ করে, কোথাও টেবিল-চেয়ার পেতে খোলা আকাশের নিচে স্টল চালিয়েছেন। আরও উৎসাহব্যাঞ্জক বিষয় হল, বিজেপি-আরএসএস-এর আচরণের প্রতিবাদে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ঢল নেমেছিল বইয়ের স্টলগুলিতে। বহরমপুরে এক চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ অশোক কুমার ভকত নিজে স্টলের সমস্ত বই কিনে ছাত্র-যুবকদের মধ্যে বিলি করেছেন। বই কেনার স্বতঃস্ফূর্ততা এমন মাত্রায় পৌঁছেছিল যে বহু স্টলে সব বই বিক্রি হয়ে গেছে এবং এখনও পর্যন্ত যা খবর পৌঁছেছে তাতে গত বছরের তুলনায় ৪০-৫০ শতাংশ বেশি অর্থের বই বিক্রি হয়েছে। আমরা উৎসবের কয়েকদিন এই সহযোগিতার জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাই। পাশাপাশি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় শাসক বিজেপি ও আরএসএস জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির পথে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে চরম গুণ্ডামি করেছে তা ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার নামান্তর। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি।

ফতোয়া উড়িয়ে বই কিনলেন মানুষ

একের পাতার পর

হাজারেরও বেশি বুকস্টলে দলের কর্মীরা উৎসবের দিনগুলো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অক্লান্ত ভাবে পথচলতি মানুষের কাছে বই কেনার আবেদন করেন, মানুষও সাগ্রহে বই দেখেন, বই কেনেন। প্রতি বছরই এই সব স্টল থেকে অসংখ্য হাতে হাতে ছড়িয়ে যায় বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-শরৎচন্দ্র, নেতাজি-ভগৎ সিংয়ের মতো এ দেশের নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের জীবনের কথা, তাঁদের জীবনচর্চার প্রাসঙ্গিকতা, অন্য দিকে মার্ক্সবাদের বুনিয়াদি তত্ত্বের বই, মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিনের শিক্ষা, এ দেশের মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা।

যে ছেলেটি আজ নেতাজির জীবনকে, ভগৎ সিংয়ের আদর্শকে জানবে, কাল তাকে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের রাজনীতি দিয়ে ভোলানো যাবে না।

এইসব বইয়ের ওপর কেন এত ক্ষিপ্ত হল শাসক বিজেপি? আসলে মুখে যাই বলুন বা 'বামবধ'-এর হাস্যকর হোর্ডিং বানান, শাসকদল এবং শাসকশ্রেণি খুব ভালো করেই জানে, বই শুধুমাত্র কিছু ছাপা অক্ষরের সমষ্টি নয়, এর মধ্যে আছে সত্যের অমোঘ শক্তি, যা সরকারি শাসকের মৃত্যুবাণ। মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, 'একটা জাতি না খেতে পেলেও উঠে দাঁড়ায়, যদি তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বেঁচে থাকে।' যথার্থ কমিউনিজমের চর্চা সেই মনুষ্যত্ব, সেই জীবনবোধ গড়ে তোলে, যা মানুষকে ভেতর থেকে পাল্টে দেয়, তাকে সত্যের সন্ধান দেয়। আজকের শাসকরাও তাই জ্ঞানচর্চাকে, সত্যের সাধনাকে ভয় পায়। তারা নিশ্চিত জানে, যে ছেলেটি আজ নেতাজির জীবনকে, ভগৎ সিংয়ের আদর্শকে জানবে, কাল তাকে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের রাজনীতি দিয়ে ভোলানো যাবে না। যে মেয়েটি আজ হাতে তুলে নিল প্রীতিলতা-রোকেয়া-সাবিত্রীবাই ফুলের জীবনী, আগামী দিনে সে চাইবে সবার জন্য শিক্ষার অধিকার। কথা বলবে অভয়া, নির্ভয়া, আসিফা এবং বিলকিস বানোর হয়ে। যারা মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানকে খুঁটিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে, জীবনের ও সমাজের নানা সমস্যার সমাধান খুঁজবে গণ-আন্দোলনের ময়দানে, মন্দির-মসজিদের ধুয়া তুলে তাদের খাদ্য-শিক্ষা-চাকরির অধিকারকে চাপা দেওয়া যাবে না। সে প্রশ্ন করবেই— তার জীবনের সঙ্কটের কারণ কী, সমাধান কোন পথে। যে সরকার পাঁচ মাসের শাসনকালেও অভয়ার ন্যায়বিচার দিতে পারেনি, গরিব হকারদের দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফেরাতে পারেনি, লক্ষ লক্ষ মানুষকে অন্যায় ভাবে বেনাগরিক করার ষড়যন্ত্র করেছে— সেই সরকারের পুলিশ বুলডোজার নিয়ে এগিয়ে এল বইয়ের স্টল ভাঙবে বলে! সপ্তমীর সন্ধেবেলা শহরের কেন্দ্রে চোরবাগান মণ্ডপে চূড়ান্ত অব্যবস্থা আর প্রশাসনিক গাফিলতির পরিণামে যখন পদপিষ্ট, দমবন্ধ হয়ে ছটফট করে মারা যাচ্ছেন প্রতিমা দর্শনে আসা মানুষ, যখন সেখানে পুলিশি নজরদারি এবং অ্যাম্বুলেন্সের একান্ত অভাব— সেই সময় পুলিশ বামপন্থীদের বইয়ের স্টল ভাঙতে ব্যস্ত! বইয়ের ওপর এই আক্রমণকে একদিকে যেমন রাজ্য জুড়ে প্রতিরোধ করলেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) সহ অন্য বামপন্থী দলের কর্মী-সংগঠকরা, তেমনই অভূতপূর্ব সাড়া দিলেন সাধারণ মানুষ। চোখে চোখ রেখে শাসক দলের হুমকির সামনে দাঁড়িয়ে, ভেঙে দেওয়া স্টল এক রাতে আবার খাড়া করে, কোথাও কাঠামো ছাড়াই খোলা আকাশের নিচে টেবিল পেতে বসে অসংখ্য বুকস্টল হল সারা রাজ্যে। মানুষ দ্বিগুণ আগ্রহে এগিয়ে এসে বই নিলেন, বই দেখতে চাইলেন, স্টল গড়তে সাহায্য করলেন। যাঁরা আগে এ সব স্টলে আসেননি, তাঁরাও এ বার নিজে থেকে এগিয়ে এসে বই কিনলেন সরকারের এই অসভ্যতার প্রতিবাদে। অশক্ত বৃদ্ধা স্টলে দাঁড়িয়েই বই পড়ছেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক নিজে বই কিনে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করছেন, তরুণ-তরুণীরা বই আর বইয়ের স্টলের ছবি তুলে রাখছেন স্মারক হিসেবে— এমন অগণিত নিঃশব্দ প্রতিরোধের ছবি তৈরি হল এই ক'দিনে। অন্ধকারের শক্তি যাকে আটকাতে চেয়েছিল, সত্যের সেই আলো আরও জোরালো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল শহর-গ্রামের ঘরে ঘরে। সর্বত্র তুমুল নিন্দার সামনে পড়ে বিজেপি সভাপতি যতই 'যারা স্টল ভেঙেছে তারা বিজেপির কেউ নয়' বলে দলের হয়ে সাফাই গান, বা সরকারের অর্থমন্ত্রী হঠাৎ ঘুম ভেঙে 'লজ্জায় মাথা নত হয়ে গেছে' বলে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করুন, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান সে পথ মাড়াননি। স্বভাবসিদ্ধ ঢঙেই তিনি 'যারা ধর্ম মানে না তাদের বই বিক্রি করতে না দেওয়াই উচিত' বলে এই গুন্ডামিকে খোলাখুলি সমর্থন জানিয়েছেন। যত জায়গায় স্টল ভাঙচুর, বই ফেলে দেওয়া হয়েছে, একটিতেও অপরাধীদের শাস্তি হয়নি, কেউ গ্রেফতারই হয়নি। কাজেই হিন্দুত্বের স্বঘোষিত ঠিকাদাররা এই লজ্জাকর তাণ্ডব যে স্পষ্ট সরকারি মদতেই ঘটাতে পারলেন, এ কথা একটি শিশুও বুঝবে।

অনেকেরই মনে পড়েছে জার্মান কবি হাইনরিখ হাইনের একটি বিখ্যাত উক্তি— 'যারা বই পোড়ায়, একদিন তারা মানুষকেও পোড়াবে।' নাৎসি জার্মানিতে বই পোড়ানোর কলঙ্কিত ঘটনা আমরা জানি। হিটলারের আদেশে তার জয়ধ্বনি করতে করতে চলত বই পোড়ানোর মহোৎসব। কমিউনিস্টমতাদর্শের বই, প্রগতিশীল সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের বইতে সগর্বে আগুন লাগিয়ে দিত সেদিনের যে 'দেশভক্ত'রা, শেষ পর্যন্ত তাদের ঠাঁই হয়েছিল ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

বইয়ের ওপর তাণ্ডব চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ক্ষমতায় আসীন দলটি যে নিজেদের নিশ্চিতভাবে হিটলার-গোয়েবলসের বংশধর প্রমাণ করলেন, ডবল ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় ইতিমধ্যেই দম আটকে আসা সাধারণ মানুষের সামনে বিজেপি-আরএসএসের ফ্যাসিবাদী চেহারা আবারও উন্মোচিত হল, এর জন্যে সরকারি নেতা-নেত্রীদের ধন্যবাদ দিতেই হয়। ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে জানলে বিজেপি-আরএসএস দেখতে পেত, একেকটি ফেলে দেওয়া বইয়ের পাতা থেকে, ছিঁড়ে ফেলা রক্তপতাকা থেকে গ্রীক উপকথার ফিনিক্স পাখির মতো নতুন করে জন্ম নিচ্ছে গণমানুষের সংগ্রামী চেতনা, আসন্ন হচ্ছে ফ্যাসিস্ট শাসকের পতন।

লখনউতে এসআইআর বিরোধী বিক্ষোভ

এসইউসিআই(সি)-এর পূর্ব ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির আহ্বানে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বরখাস্ত, এসআইআর বাতিল এবং মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি, অপরাধ বৃদ্ধি ও অন্যান্য সমস্যার প্রতিবাদে ৯ অক্টোবর লখনউয়ের ইকো গার্ডেনে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ১১ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড বিজয়পাল সিং। বক্তব্য রাখেন দলের পূর্ব উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড রবিশংকর মৌর্য। সভাপতিত্ব করেন কমরেড জগন্নাথ ভার্মা এবং কর্মসূচি পরিচালনা করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দিলীপ কুমার।

শিক্ষায় চূড়ান্ত অব্যবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারির প্রতিবাদে উত্তাল ইউরোপ

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ— ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, গ্রিস, পর্তুগাল, আলবেনিয়ায় চলছে প্রবল গণবিক্ষোভ। ফ্রান্সে স্কুল ছাত্ররা শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত অব্যবস্থা— শিক্ষাবাজেটে বরাদ্দ ছাঁটাই, ছাত্র সংখ্যার তুলনায় কম ক্লাসরুম, প্রয়োজনের তুলনায় কম শিক্ষক, পাঠ্যবইয়ের অভাব ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। তারা ক্ষমতাসীন ইমানুয়েল মাকরঁ সরকারের কাছে দাবি তুলেছে, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। কিন্তু সরকার পুলিশ দিয়ে ছাত্রআন্দোলন দমানোর চেষ্টা করে। তাতে আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে আন্দোলন। সরকার রায়ট পুলিশ নামায়। টিয়ার গ্যাস ও আগুনে-বল ছুঁড়ে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। জ্বালানি সহ অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির ভারে ন্যুব্জ লক্ষ লক্ষ নাগরিকও ছাত্রদের আন্দোলনের সমর্থনে রাস্তায় নামেন রাজধানী প্যারিস সহ লিলে, লিওন, নিস, মার্সেই প্রভৃতি শহরে রাস্তায় পুলিশের সাথে তাঁদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। শ্রমিক ইউনিয়নগুলিও আন্দোলনে নামে। একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের লাগামছাড়া শোষণে দারিদ্রের তীব্র জ্বালা, নাগরিক পরিষেবার নিম্নমান, অত্যধিক হারে বাড়িভাড়া, সামাজিক অসাম্য, পরিবেশ সংকট এবং এআই ব্যবহারের ফলে চাকরি-ছাঁটাই নাগরিকদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। সরকারের কাছে বারবার দাবি জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। মানুষ বুঝেছে— আন্দোলন ছাড়া এই সমস্যাগুলির সমাধানের দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে বিক্ষোভ। ২৫ অক্টোবর

ফ্রান্সের মাকরঁ সরকার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক সুরে এই আন্দোলনকে বিরোধী দল এবং অভিবাসীদের প্ররোচনা বলে চালাতে চাইলেও মানুষ বিভ্রান্ত হয়নি।

গ্রিস ঃ শিক্ষায় বাজেট বৃদ্ধি, স্কুল শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো সহ নানা দাবিতে ২১ অক্টোবর থেকে এথেন্সে ১৫ হাজার ছাত্র ও শিক্ষক মিছিলে সামিল হয়। থেসালোঙ্কি, পাট্রাস সহ নানা শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

স্পেন ঃ স্পেনে সম্প্রতি ঘরভাড়া একলাফে ২৩০ শতাংশ বেড়েছে। বেশিরভাগ মানুষ রোজগারের অর্ধেকের বেশি ঘরভাড়ায় খরচ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বহু মানুষ অতিরিক্ত ভাড়া দিতে না পেরে তাঁবু খাটিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে এবং উপযুক্ত বাসস্থান, স্থায়ী ও সুস্থ জীবনযাপনের অধিকারের দাবিতে রাজধানী মাদ্রিদ সহ বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ দেখান হাজার হাজার মানুষ। সরকারের কাছে এই সংকট নিরসনের দাবি জানান তারা। এর মধ্যেই ৮৭ বছরের এক বৃদ্ধা ভাড়া দিতে না পারায় তাঁকে বাইরে বের করে দিলে তিনি মারা যান। দাবানলের মতো বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ১০ হাজারের বেশি মানুষ মাদ্রিদে এবং অন্যান্য শহরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ৫০টি শহরে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। দেশের লক্ষ লক্ষ নাগরিক সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হন।

আলবেনিয়া ঃ ইউরোপের অন্যতম দরিদ্র দেশ আলবেনিয়াতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাই, ধনকুবের জারেড কুশনারের বিলাসবহুল রিসর্ট প্রকল্প বাতিল এবং বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ রক্ষার দাবিতে আন্দোলন চলছিল মে মাস থেকে। ফ্লেমিঙ্গো পাখিদের বিচরণক্ষেত্র ধ্বংস করে এই প্রকল্প তৈরির সিদ্ধান্ত হওয়ায় তা 'ফ্লেমিঙ্গো বিপ্লব' নামে পরিচিত।

১৩ অক্টোবর থেকে শিক্ষার মানোন্নয়ন, ফি কমানো, চাকরি এবং পরিবেশ আইন-২০২৪ প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। পুলিশ গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলা দায়ের করে আন্দোলনকারীদের নামে। আন্দোলনকারী ১৯ বছর বয়সী এক ছাত্রকে নির্মম ভাবে মেরে দু'পা ভেঙে দিয়ে অচেতন করে রাস্তায় ফেলে রাখে পুলিশ। হাসপাতালে যেতে বাধা দেওয়ায় তার জীবনসংকট হয়। প্রতিবাদে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ১৪টি শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে বিক্ষোভে যোগ দেয়। বিক্ষোভ থেকে দাবি ওঠে— প্রধানমন্ত্রী এডি রামা ও তাঁর সহচরদের অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে।

ইটালি ঃ গত সপ্তাহ থেকেই আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ইটালির বহু শহরে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ দেখান। মিলানে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করে সরকার। এ ছাড়া বোলোনিয়া, ব্রেসিয়া, বেরগামো ও তুরিনেও পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়। বিক্ষোভের রূপ দেখে বোলেনিয়ায় একটি রেলস্টেশন সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। প্রধানমন্ত্রী মেলোনি নিরাপত্তার নামে নতুন আইন জারি করে আটক-মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা করেন। এতে জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়।

পর্তুগাল ঃ মূল্যবৃদ্ধি, বাসস্থানের ঘাটতি, আকাশচুম্বী ঘরভাড়ার বিরুদ্ধে এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে পর্তুগালের লিসবনের রোসিও স্কোয়ারে ১৭ অক্টোবর বিপুল সমাবেশ হয়। পোর্তো সহ অন্যান্য শহরেও বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

দেশে দেশে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, চাকরি-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সংকট মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। যার প্রকাশ ঘটছে নানা দেশের গণবিক্ষোভের ব্যাপকতায়। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। রাজ্যে রাজ্যে আন্দোলন বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়ছে— কখনও ছাত্র-যুবক, কখনও কৃষক, কখনও শ্রমিকরা গোটা দেশকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা দেখে ভীত শাসক। তারা আন্দোলনকারীদের কোথাও উগ্র বামপন্থী, কোথাও অ্যান্টি-ন্যাশনাল, কোথাও 'দিমাগি নকশাল' বলে দাগিয়ে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে।

প্রত্যেকটি দেশের এই সমস্যাগুলি ওই সব দেশে বিদ্যমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার ফল। শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতিতেই বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, দারিদ্রের বাড়বাড়ন্ত। ন্যূনতম জনদরদ থাকলে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ন্যুব্জ-কুব্জ জনগণকে যেটুকু সুরাহা দিতে পারত সরকার, তা থেকেও হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি হরণ করছে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে হাত তুলে নিয়ে শিক্ষার সুযোগকে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত আর্থিক সঙ্গতির উপর ছেড়ে দিচ্ছে। যুবকদের কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রেও সরকারগুলি হাত ধুয়ে ফেলছে। অন্য দিকে পুঁজিমালিকের স্বার্থে শ্রমনীতিতে সংশোধন এনে শ্রমিকদের ব্যাপক হারে ছাঁটাই, নয়ত দাসশ্রমিকে পরিণত করা হচ্ছে। বহুজাতিক পুঁজির মুনাফা বাড়াতে কৃষকদের স্বার্থ বলি দেওয়া হচ্ছে। পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দেশের মানুষের শ্রমে-রক্তে তৈরি সম্পদ।

দেশে দেশে গণবিক্ষোভে নেতৃত্ব দিচ্ছে তরুণ প্রজন্ম, জীবন দিয়ে লড়াই করছে ছাত্র-যুব-শ্রমিকরা। এটা খুবই আশার কথা। কিন্তু তাদের বুঝতে হবে পুঁজিবাদ সৃষ্ট এই সংকটের সমাধান কোথায়? বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই যে সমস্ত সমস্যার মূলে, তা দেখিয়ে কোন শক্তি শুধু আশু দাবিদাওয়া আদায় নয়, এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য সর্বদা সক্রিয় সচেতন ভূমিকা নিচ্ছে, সেই সঠিক শ্রমিক শ্রেণির দলকে চিনে নিতে হবে। একমাত্র তা হলেই স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ সফল পরিণতিতে পৌঁছতে পারবে।

গাইঘাটায় ছাত্রীর ধর্ষণ-খুন ঃ থানায় বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগণায় গাইঘাটা থানার রামপুর গ্রামে ২৪ অক্টোবর রাতে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে পাশবিক অত্যাচারের পর নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে বিজেপি সরকারের নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও মহিলাদের মর্যাদা রক্ষা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অথচ তারা রাজ্যে ক্ষমতায় বসার পাঁচ মাসের মধ্যেই একের পর এক মহিলার উপর অত্যাচার খুন ধর্ষণ হয়েই চলেছে। যার উদাহরণ যৌন নির্যাতনের পর মর্মান্তিক হত্যার শিকার এই ছাত্রী।

এসইউসিআই(সি) গাইঘাটা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘটনায় দোষীদের কঠিন শাস্তি ও নারীদের নিরাপত্তার দাবিতে ২৬ অক্টোবর গাইঘাটায় বিক্ষোভ মিছিল করে থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত সকল অপরাধীকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

ছয় ছাত্রের বহিষ্কারের ফরমান তীব্র প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

এসআরএফটিআই-এর ছয় শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্যাম্পাস খালি করার নির্দেশের তীব্র সমালোচনা করে এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি মনিশংকর পট্টনায়ক ও সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ১৭ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, এই নির্দেশ এক স্বৈরাচারী পদক্ষেপ।

ক্যাম্পাসের ভেতরে বিজেপি-আরএসএস-এর দখলদারির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা ও উপাচার্যের ইস্তফার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন ওই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙার জন্যই ৬ জন ছাত্রকে দুটি সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্যাম্পাস খালি করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সংগঠন তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

রাজ্য জুড়ে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংস করে দখলদারি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করার যে হীন প্রচেষ্টা সরকারি মদতে বিজেপি-আরএসএস চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী সহ রাজ্যের সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক ও চিন্তাশীল মানুষকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

বুকস্টল ঃ কিছু মন্তব্য

বন্ধুর জন্যও বই নিয়ে গেলেন

কলকাতার বড়বাজারের বুকস্টলে ১৯ অক্টোবর এক যুবক এসে হিন্দি ইংরেজি মিলিয়ে গোটা দশেক বই কিনলেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন, উনি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জে থাকেন। জানতে চাইলেন, এ ধরনের আরও বই পেতে গেলে কী করতে হবে। ওনার নাম ঠিকানা যোগাযোগ নম্বর লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

ঘণ্টা দুই পর তিনি আবার এলেন বুকস্টলে। বললেন, 'বইগুলোর ছবি সোশাল মিডিয়ায় দিয়েছি। দেখে আমার এক বন্ধু ফোন করে বলল, আমার জন্যও সব বই কিনে আন।' তার পর একটু ইতস্তত করে উনি বললেন, 'দেখুন, এত বই তো আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। যদি চার্জ দিয়ে দিই আপনারা কি কুরিয়ার করতে পারবেন?' আমরা রাজি হওয়ায় উনি বন্ধুকে ফোন করলেন। তখনই সাহেবগঞ্জের বন্ধুটি আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, কুরিয়ার করতে আরও যা লাগবে জানাবেন, পাঠিয়ে দেব।

* * *

প্রতিবাদের নয়া আঙ্গিক
বই কিনে বিলিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু

বিজেপি দুষ্কৃতীদের ভাঙচুর, পুলিশের বাধা, চোখরাঙানি উপেক্ষা করে বহরমপুরে বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে এসইউসিআই(সি)-র বুকস্টল। হার না মানা এই লড়াইয়ের খবর মুখে মুখে আর সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সাধারণ মানুষ। একদিন সন্ধ্যায় লড়াইয়ের এই ময়দান এক আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকল। রাজ্য জুড়ে বামপন্থীদের স্টলে হামলার তীব্র প্রতিবাদ এবং কর্মীদের মনোবলকে কুর্নিশ জানাতে স্টলে ছুটে এলেন এলাকার বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অশোক কুমার ভকত। স্টল থেকে প্রচুর বই কিনে তিনি নিজেই সাধারণ মানুষের হাতে হাতে তুলে দেন। বইয়ের স্টল ভাঙার বিরুদ্ধে এ যেন বইকে হাতিয়ার করেই এক শক্তিশালী প্রতিবাদ!

* * *

ভালোবাসা গভীরে

● 'এ ভাবে বই পড়া কি বন্ধ করতে পারবে ওরা?' কলকাতার সূর্য সেন স্ট্রিটের বুকস্টলে মন্তব্যের খাতায় এক যুবক নাম-ঠিকানা দিয়ে তারপর লিখলেন— 'বই পড়া, বিক্রি, কেনা, আলোচনা এবং সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, দ্বন্দ্ব সবকিছু বেঁচে থাকুক'।

● সপ্তমীর সকাল। এক ভদ্রলোক স্টলে এসে বললেন— এই তো স্টল করতে দেবে না বলছিল ওরা। আপনারা তো ভালই লড়াই করছেন। আপনাদের লাল সেলাম! বেশ কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রলোক এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন। তাঁদের চোখেমুখে উদ্বেগ— "আপনাদের স্টল ভাঙেনি তো?" "চারিদিকে যা ভাঙচুর করছে ওরা, আপনারা তার মোকাবিলা করে বইয়ের স্টল করছেন দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে।'—বললেন আর একজন। পাড়ার একজন এসে বলে গেলেন, "তোমাদের খাওয়া হয়েছে তো? কারও থাকা-খাওয়ার প্রয়োজন হলে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও"।

* * *

'বই কিনলাম প্রতিবাদ হিসেবে'

বাংলার শেষ প্রান্তে ঝাড়খণ্ড সীমান্তে যমজ শহর চিত্তরঞ্জন-রূপনারায়ণপুরে প্রায় তিন দশক ধরে এসইউসিআই(সি) দলের চারটি বুকস্টল হত প্রতি বার। কিন্তু এ বারের পুজোয় দুটি স্টল পুলিশ ও একটি স্টল বিজেপির দুষ্কৃতীরা ভেঙে দেয় প্রথম দিনেই। তবুও সন্ধ্যাবেলায় স্টল চালিয়ে যাওয়া হয়।

সকাল বেলায় বাড়ি বাড়ি বই বিক্রি করা হয়। কর্মীরা এ বার এক অভূতপূর্ব উৎসাহ লক্ষ করেছেন মানুষের মধ্যে। তাঁরা নিজেরা এগিয়ে এসে ভাঙা স্টল থেকে বই কিনেছেন। আবার বাড়িতে যাওয়ার পর আগ্রহের সাথে প্রচুর টাকার বই কিনেছেন। একজন স্টল থেকে বই কিনে বললেন, 'আপনাদের প্রায় সব বই আমার বাড়িতে আছে। তবুও আমি এ বার বই কিনছি স্টলে হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে'।

* * *

'ওরা আমাদের ভয় দেখাতে পারেনি'

বিধাননগরের এফ ডি স্টলে একাধিক মানুষ বলে গেছেন— অন্য বার আপনাদের স্টল দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেছি। এ বার বিজেপির হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বই কিনব বলেই এসেছি। স্টল যখন প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে, সেই সময় এইচ এ ব্লকের এক বাসিন্দা এসে বললেন— 'বাণ্ডিল খুলে আমায় কয়েকটা বই দিন। আজ আমায় কিনতেই হবে। ছবি তুলে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করব। সকলকে দেখাব— ওরা আমাদের ভয় দেখাতে পারেনি।'

আইন শিক্ষার্থীদের জাতীয় সম্মেলন এলাহাবাদে

এআইডিএসও-এর উদ্যোগে ৪ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদের সর্দার প্যাটেল সেবা সংস্থানে আইন শিক্ষার্থীদের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২২টি রাজ্য থেকে আইন শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন। মনীষীদের চিন্তাধারা সম্বলিত প্রদর্শনী উদ্বোধনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করেন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান বিনোদ তিওয়ারি। অভ্যর্থনা কমিটির সচিব অ্যাডভোকেট রাজবেন্দ্র সিং উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

প্রধান অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট প্রশান্ত ভূষণ, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চেলমেশ্বর, সিপিডিআরএস-এর জাতীয় সহ-সভাপতি দ্বারিকানাথ রথ এবং এআইডিএসও-এর সাধারণ সম্পাদক শিবাশিস প্রহরাজ। তাঁরা তাঁদের ভাষণে এমন আইন শিক্ষার প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেন, যা কেবল শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য প্রস্তুত করবে না, বরং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পেশাগত নৈতিকতার বিষয়েও সংবেদনশীল করে তুলবে। সম্মেলনে আইন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, ফি, চাকরি, বৃত্তি, ইন্টার্নশিপ, পরিকাঠামো এবং আইন পেশায় ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক আইনজীবী ও সাধারণ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। এআইডিএসও-এর জাতীয় সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট রিমি বাঘেলা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

জীবনাবসান

পূর্ব মেদিনীপুরে এসইউসিআই(সি)-র ভোগপুর লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড রবীন্দ্রনাথ দিন্ডা দুরারোগ্য ক্যান্সারে প্রায় এক বছর অসুস্থ থাকার পর ২৭ সেপ্টেম্বর বিকালে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

সাতের দশকের শেষের দিকে তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের 'সিপিআই(এমএল) কর্মীদের প্রতি' বইটি পড়ে তৎকালীন জেলা নেতৃত্বের যোগাযোগের মাধ্যমে দলের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে ভোগপুর এলাকায় পার্টির কাজ শুরু করেন।

কমরেড দিন্ডা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় প্রথাগত শিক্ষার বিশেষ সুযোগ পাননি। কিন্তু পড়াশোনা এবং খেলাধূলার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। পরিবারের অভাব অনটনের কারণে যুবক বয়সে তিনি বিড়ি কারখানার শ্রমিকের কাজে যুক্ত হন।

এস ইউ সি আই(সি) দলে যোগদান করার পর তিনি ভোগপুর দেড়িয়াচক-সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ করে দলের বিস্তার ঘটানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে যেমন, জলনিকাশি ও জলসেচের জন্য খাল সংস্কার, পিচরাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, মদ-জুয়া-সাট্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ভোগপুর স্টেশনে লেভেল ক্রসিং তৈরির আন্দোলন, রেললাইনের ধারে গরিব মানুষের ছোট দোকান উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সহ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, কৃষক ও খেতমজুরদের আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। এই সমস্ত আন্দোলন করতে গিয়ে নানা মিথ্যা কেসের আসামী হতে হয় তাঁকে। এ ছাড়াও তিনি দলের কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস-এর জেলা কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। পার্টির বাংলা মুখপত্র গণদাবী ও দলের বিভিন্ন বইপত্র তিনি নিজে নিয়মিত পড়তেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতেন। অসুস্থ হওয়ার পরও ৬০ কপি গণদাবী নিজে বিক্রি করতেন। তাঁর বাড়ির দরজা ছিল কমরেডদের জন্য সব সময় খোলা। দলের সমস্ত সভা-সমাবেশ ও গণআন্দোলনে নিজে অংশগ্রহণ করতেন ও এলাকার সাধারণ মানুষদের যুক্ত করার চেষ্টা করতেন। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও যতদূর সম্ভব দলের কথা নিয়ে যেতেন। দলের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য এবং বিপ্লবের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত যুব কর্মীদের মতোই দলের কাজে অংশগ্রহণ করতেন। এই সমস্ত কারণে তিনি দলের কর্মী এবং এলাকার বহু মানুষের প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

কমরেড রবীন্দ্রনাথ দিন্ডার স্মরণে ৯ অক্টোবর ভোগপুর বোর্ড প্রাইমারি স্কুলে স্মৃতিচারণ সভার আয়োজন করা হয়। নেতৃবৃন্দ রবীন্দ্রনাথ দিন্ডার চরিত্রের নানা দিক তুলে ধরে কর্মীদের তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা বলেন, পাশাপাশি জনসাধারণের ন্যায্য দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সবাইকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কমরেড রবীন্দ্রনাথ দিন্ডা লাল সেলাম

বুকস্টলে হামলার প্রতিবাদে
পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি

বুকস্টলের বিরুদ্ধে সরকার ও শাসকদলের লাগাতার হুমকি সত্ত্বেও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় দলের বুকস্টলগুলিতে মানুষের ব্যাপক ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। হলদিয়া ও তমলুক মহকুমায় এ বার ৫৫টি জায়গায় অস্থায়ী বুকস্টল ও ১২টি ভ্রাম্যমান স্টল করা হয়েছিল।

স্টলগুলিতে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। জেলার স্টলগুলিতে হামলার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ১৯ অক্টোবর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ঃ ফিরে দেখা

তিনের পাতার পর

মানুষের মৃত্যু হয়। বাবরি মসজিদ পরবর্তী মুম্বই দাঙ্গায় ৯০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮৯-এ বিহারের ভাগলপুরের দাঙ্গায় ১ হাজার মানুষ নিহত হন। এর বাইরে কয়েক শত ছোট দাঙ্গা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে।

কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি

কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি দেশকে এক মারাত্মক সাম্প্রদায়িক খাদের কিনারায় পৌঁছে দেয়। কেন্দ্রে জনতা সরকার ভেঙে যাওয়ার পর ১৯৮০-র নির্বাচনের আগে ইন্দিরা গান্ধী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, এত দিন সংখ্যালঘুদের স্বার্থ দেখেছি, এ বার সংখ্যাগুরুর স্বার্থ দেখব। তাঁর এই বক্তব্যকে আরএসএস সমর্থন করে এবং ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থন নিয়ে আরএসএস তাদের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপকে ব্যাপক আকার দেয়। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলে কংগ্রেস আরও বেশি করে হিন্দুত্বের কার্যকলাপে যুক্ত হয়।

১৯৮৫-র ঐতিহাসিক শাহ বানু মামলা কংগ্রেসের চরম সুবিধাবাদী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতির এক জ্বলন্ত উদাহরণ। ৬২ বছর বয়সী তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম নারী শাহ বানুর পক্ষে রায় দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর স্বামীকে খোরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার প্রথমে আদালতের রায়কে স্বাগত জানায়। কিন্তু এই রায়ের বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এবং কট্টরপন্থী মুসলিম ধর্মীয় নেতারা প্রতিবাদ শুরু করেন। বলেন, এই রায় ইসলামের শরিয়ত আইনের বিরোধী। এ দিকে কংগ্রেসের চূড়ান্ত অপশাসনের পরিণতিতে এই বছরেই কয়েকটি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে, যা কংগ্রেস নেতৃত্বকে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক রক্ষা করতে মরিয়া করে তোলে। এর ফলে কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্রুত ডিগবাজি খেয়ে একেবারে বিপরীত অবস্থানে পৌঁছায়। সংসদে তাঁদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে 'মুসলিম মহিলা (বিবাহ বিচ্ছেদ অধিকার সুরক্ষা) আইন ১৯৮৬' পাস করিয়ে নেয়। এই নতুন আইনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যত বাতিল করে দেওয়া হয়। কংগ্রেসের এই নীতি ভারতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সিংহদরজা খুলে দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ ও হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি এবং নারী সংগঠনগুলি তাদের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ও আলাদা বক্তব্য অনুযায়ী একে 'মুসলিম তোষণ রাজনীতি' এবং লিঙ্গ সমতার পরিপন্থী বলে তীব্র সমালোচনা করে। বিজেপি, ভিএইচপি সহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি হিন্দুদের মধ্যে কংগ্রেস সম্পর্কে ক্ষোভ উস্কে তোলে। এই সমালোচনার মুখে পড়ে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক হারানোর ভয়ে এবং তোষণের অভিযোগ থেকে বাঁচতে কংগ্রেস দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকা বিতর্কিত বাবরি মসজিদের তালা রামলালার পুজোর জন্য খুলে দেয় (১৯৮৬) এবং দূরদর্শনে 'রামায়ণ' (১৯৮৭) ও 'মহাভারত' (১৯৮৮) সম্প্রচার শুরু করে দেয়। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল দূরদর্শনে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের সম্প্রচার হবে না, এই ছিল এত দিনের সরকারি ধর্মনিরপেক্ষ সম্প্রচার নীতি। কিন্তু রাজীব গান্ধী সংকীর্ণ ভোট রাজনীতির স্বার্থে সেই নীতিকে বিসর্জন দেন। কংগ্রেসের এই সব কর্মকাণ্ডেরই লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগকে উস্কে দিয়ে তাদের রাজনৈতিক সমর্থন ধরে রাখা এবং নিজেদের হিন্দু বিরোধী ভাবমূর্তি দূর করা। এর পূর্ণ সুবিধা নেয় আরএসএস। রামায়ণ ও মহাভারত সম্প্রচারের ফলে দেশজুড়ে যে হিন্দু ধর্মীয় আবেগ জেগে ওঠে তাকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং ভারতীয় জনতা পার্টি রাম জন্মভূমি আন্দোলনে সফল ভাবে ব্যবহার করে। ভারতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রবল উত্থান ঘটে।

জনসংঘ হয়ে বিজেপির উত্থান

কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক নীতির কারণে দেশে সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪৮-এ আরএসএস কর্তৃক গান্ধী হত্যার পর দেশের মানুষের প্রবল ঘৃণার সামনে পড়েছিল হিন্দু মহাসভা। মহাসভা নেতা সাভারকর গ্রেফতার হয়েছিলেন। এই অবস্থায় গান্ধী হত্যায় কলঙ্কিত হিন্দু মহাসভা তার ভারতজোড়া পরিচিত নামটি পরিত্যাগ করে এবং গণতান্ত্রিক ছদ্মবেশ ধরতে ১৯৫১ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দু মহাসভার অন্যান্য নেতাদের নিয়ে আরএসএসের সহযোগিতায় হিন্দু মহাসভার নাম বদলে জনসংঘ গড়ে তোলেন। উগ্র হিন্দুত্বের জিগিরই তাঁদের একমাত্র রাজনৈতিক পুঁজি হলেও তা সারা দেশে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। কয়েকটি রাজ্যেই জনসংঘের কার্যকলাপ সীমিত থাকে। অন্য দিকে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণিরও সদ্য স্বাধীন দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে ভারী শিল্পের প্রয়োজনে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাহায্য খুবই জরুরি ছিল। তাই মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি আউড়ে পুঁজিবাদকে সংহত করতে পারার মতো একটি শক্তিশালী দলের প্রয়োজন ছিল ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির। এ ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসই ছিল সেই মুহূর্তে তাদের সবেচেয়ে পছন্দের দল। কিন্তু দীর্ঘ ৩০ বছরে কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ যখন ফেটে পড়ার মুখে, দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি বুঝতে পারে, এই ক্ষোভ প্রশমিত করতে কংগ্রেস শাসনের পরিবর্তন দরকার। ১৯৭৭-এ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে রাতারাতি জনতা পার্টি গড়ে তোলে। এর অন্যতম শরিক হিসাবে জনসংঘ যোগ দেয়। জনতা সরকারে বাজপেয়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আদবানি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হন। ১৯৭৯-তে জনতা সরকার ভেঙে গেলে ১৯৮০ সালে জনসংঘ নেতারা ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গড়ে তোলেন।

শাহ বানু মামলায় মুসলিম তোষণের অভিযোগ এবং রাম মন্দিরের তালা খোলাকে কেন্দ্র করে বিজেপি দেশ জুড়ে হিন্দুদের রক্ষাকর্তা সেজে হিন্দুত্ববাদী প্রচারের ঝড় তোলে। এ সময় বিজেপি এবং ভিএইচপি রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে প্রচার-অভিযান চালাতে থাকে তার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটারদের বড় অংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়ে, যা তাদের ভোটব্যাঙ্ক ব্যাপক ভাবে বাড়িয়ে দেয়। ১৯৮৯-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভিপি সিংয়ের জনতা দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে '৮৪-র ২টি আসন থেকে বাড়িয়ে ৮৮টি আসনে জয়ী হয়। পরের বছর লালকৃষ্ণ আদবানি রাম রথযাত্রা করে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তোলেন। পরিণতিতে আরএসএস-বিজেপি-ভিএইচপি বাহিনী ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর পাঁচশো বছরের পুরনো ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে ভেঙে দেয়।

সিপিএমের অমার্ক্সবাদী আচরণে গণআন্দোলন দুর্বল হয়

দেশজোড়া এই সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির রোখা একমাত্র সম্ভব ছিল বামপন্থী গণআন্দোলনকে তীব্র করার মধ্য দিয়েই। এ রাজ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র ধারার প্রভাব, কংগ্রেসের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী ভাবনা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বামপন্থী দলগুলির কংগ্রেসি অপশাসনের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের ফলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি যেমন পশ্চিমবঙ্গে জায়গা করতে পারেনি তেমনই একচেটিয়া পুঁজির সেবক কংগ্রেসও তার প্রভাব হারায়। বামপন্থী গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৭ ও '৬৯-এ রাজ্যে বামপন্থীদের উদ্যোগে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু বৃহৎ বামপন্থী দল হিসেবে সিপিএম দক্ষিণপন্থা ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিপদকে যথাযথ উপলব্ধি করতে না পারায় সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে শরিক দলগুলির উপর ক্রমাগত আক্রমণ নামিয়ে আনে। গায়ের জোরকেই তাদের মত প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার করতে থাকে। এই যুক্তিহীনতা ও বামপন্থার নামে গায়ের জোরের আস্ফালন শুধু যে বামপন্থী গণআন্দোলনকেই দুর্বল করে তাই নয়, তাদের এই অগণতান্ত্রিক তথা মার্ক্সবাদ বিরোধী কার্যকলাপ বামপন্থাকেও দুর্বল করে এবং দক্ষিণপন্থীদের উত্থানের জমি তৈরি করে দেয়। **সে দিন সিপিএমের এই ভূমিকা দেখে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ এর বিপদ সম্পর্কে বামপন্থীদের সাবধান করেছিলেন। বলেছিলেন, "এই পরিস্থিতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদীরা ওত পেতে বসে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে তা দুর্বল হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে" (*যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের কয়েকটি দিক*)। এটা খুবই বেদনাদায়ক যে তাঁর আশঙ্কা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।**

'আগে রাম পরে বাম' স্লোগান

১৯৭৭-এ পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় বসে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। কিন্তু এই সরকার এক দিকে যেমন সংখ্যালঘুদের শিক্ষা সহ নানা ধরনের পশ্চাদপদতা কাটানোর পরিবর্তে তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবেই ব্যবহার করেছে। অন্য দিকে সমাজ পরিবেশে মানুষের মনে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার কাজটিকেও একান্ত ভাবে অবহেলা করেছে। ফলে একদিকে বাবরি মসজিদ-রামমন্দির বিতর্ককে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব, অন দিকে বিজেপির কৌশলগত ভাবে 'মুসলিম তোষণের' প্রচারের ফল হিসাবে এ রাজ্যও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ১৯৮৮-র ২৪ জুন মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদে নমাজ পাড়ার দাবিকে কেন্দ্র করে ঘটা দাঙ্গায় সরকারি হিসেবে ২৯ জনের মৃত্যু ঘটে এবং ১৯৯০-এ আদবানির রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে পুরুলিয়ার ঝালদায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৯ জন মানুষ প্রাণ হারান। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত রাজেন্দ্র সাচার কমিটি ২০০৬-এ যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে পশ্চিমবাংলায় মুসলিমদের অত্যন্ত শোচনীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার চিত্রটি সামনে আসে।

পরবর্তী সময়ে ক্ষমতা হারানোর পর সিপিএম নেতৃত্ব ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে হারাতে 'আগে রাম পরে বাম' স্লোগান তুলে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কথা বললে তা রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক প্রসারে সহায়ক হয় এবং ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৮টি আসনে বিজয়ী হয়। অন্য দিকে তৃণমূল কংগ্রেসও মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। একই সাথে তারা বিজেপির সাথে পাল্লা দিয়ে মন্দির নির্মাণ, হনুমান মূর্তি স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দুত্বের চ্যাম্পিয়ান হতে চেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রবল ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে এবং ভোটে ব্যাপক কারচুপি করে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি ক্ষমতাসীন হয়।

বেঁচে থাকার আন্দোলন তীব্রতর করতেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শোষিত মানুষের ঐক্য চাই

স্বাধীনতার আট দশকে দেশে শোষণ-বৈষম্য ভয়াবহ আকার নিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্রের অতলে তলিয়ে গেছেন। এক শতাংশ একচেটিয়া পুঁজির মালিক দেশের মোট সম্পদের ৪০ শতাংশের অধিকারী। নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে আছে মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদ। এই অবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের মুনাফা ক্রমাগত বাড়াতে শোষণকে আরও তীব্র করে চলেছে। তার জন্য শ্রমজীবী মানুষের সমস্ত অধিকারকে আইনি এবং বেআইনি উভয় পথেই কেড়ে নিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় দমননীতি কাজে লাগিয়ে তাদের প্রতিবাদ স্তব্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের ক্ষোভ যাতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ফেটে পড়তে না পারে সে ক্ষেত্রে তাদের প্রধান হাতিয়ার বিভেদের রাজনীতি। কোথাও ধর্মকে কেন্দ্র করে, কোথাও বর্ণ, প্রদেশ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে তারা বিভেদ তৈরি করে চলেছে। এ কাজে তারা গণতন্ত্র, আইন কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্রশক্তিকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগাচ্ছে। যেখানে বিভেদের রাজনীতিতে কাজ হচ্ছে না সেখানে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে তারা কী ভাবে ক্ষমতার দখল নিচ্ছে, সাম্প্রতিক এসআইআর-এর মাধ্যমে ১৩ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শাসক বিজেপি যে ভাবে নির্বাচন কমিশন আইন বদলে দলীয় জো হুজুরকে কমিশনের মাথায় বসিয়ে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বদলে দিয়েছে তার মারাত্মক কুফল আজ দেশের মানুষ ভোগ করছেন। এর প্রতিবাদে দেশজোড়া ছাত্র-যুব-মহিলা-শ্রমিক-কৃষক সহ সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষ আজ সব রকমের সরকারি দমন-পীড়নকে অগ্রাহ্য করে আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। মনে রাখতে হবে, স্বাধীন ভারতে দেশের মানুষ পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বার বার ফেটে পড়েছে। পরিণতিতে কেন্দ্রে ও রাজ্যে একের পর এক সরকার বদল হয়েছে। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারকে সরিয়ে কখনও বিজেপি, কখনও পুঁজিপতিদেরই আর একটি জোট সরকার ক্ষমতায় বসেছে। এ রাজ্যে কংগ্রেসি অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে পুঁজি করে প্রথমে সিপিএম, তারপর তৃণমূল এবং বর্তমানে বিজেপি ক্ষমতায় বসেছে। তাতে শ্রমিক-কৃষক-

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 79, No.: 12 Bengali Weekly 30 October, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

বিশ্ববন্দিত মনীষীদের অবমাননার প্রতিবাদে বামপন্থী দলগুলির ডাকে বিক্ষোভ সমাবেশ

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার বিশ্ববন্দিত মনীষীদের অবমাননা করে চলেছে। কলকাতায় তাঁদের নামাঙ্কিত রাস্তাগুলির নাম পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। এর প্রতিবাদে ১২ অক্টোবর কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বামপন্থী দলগুলির আহ্বানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম,

সিপিআই-এর রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জী, আরএসপি-র রাজ্য সম্পাদক তপন হোড়, ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়, সিপিআই(এম-এল)-এর অতনু চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন এসইউসিআই(সি)-র পলিটবুরো সদস্য অমিতাভ চ্যাটার্জী

বাজকুলে ছাত্র মিছিলে হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি

সরকারি শিক্ষা বাঁচানোর দাবিতে ১১ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাজকুলে জেলা ছাত্র সম্মেলন উপলক্ষে মিছিলের উপর বর্বর আক্রমণ এবং এসইউসিআই(সি) অফিস ভাঙচুর ও পুড়িয়ে দেয় বিজেপি ও এবিভিপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এর সাথে যুক্ত দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১৩ অক্টোবর ডিএম ও এসপি অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশনে শামিল হয় প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী। বিক্ষোভকারীরা নিমতৌড়ি চারমাথা মোড় থেকে ডিএম অফিস পর্যন্ত মিছিল করে ডিএম অফিসের গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কর্মসূচিতে যোগ দেন এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএসের কর্মীরা। নেতৃত্ব দেন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়, পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদিকা নিরুপমা বক্সী, এআইডিওয়াইও-র পক্ষে আশিস দোলাই, এআইএমএসএস-এর পক্ষে প্রতিমা জানা প্রমুখ। বিক্ষোভকারীরা ডি.এম অফিসের মেন গেটের কাছে মিছিল নিয়ে গেলে বিজেপির লোকজনেরা পুলিশের ডিভাইডার নিয়ে ব্যারিকেড করে পথ আটকে অতর্কিতে বিক্ষোভকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর বিক্ষোভকারীরা ডিএম অফিসের পেছনের গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পর এসপি অফিসের গেটেও বিক্ষোভ দেখায়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়।

এসইউসিআই(সি) দলের উত্তর সংগঠনিক জেলার সম্পাদক প্রণব মাইতি বলেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের কথা পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও বিজেপির লোকজন ওখানে পৌঁছালো কী করে? বিজেপির যারা আজ ডিএম গেটে হামলা করতে গিয়েছিল তাদের গ্রেফতার না করে আমাদের যুব সংগঠক তরুণ ঘোড়াই এবং জেলার শ্রমিক নেতা জ্ঞানানন্দ রায়কে নিমতৌড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আমরা অবিলম্বে এদের মুক্তির দাবি জানাচ্ছি। বাজকুলে যারা হামলা করেছিল এবং আজ যারা ডিএম গেটে হামলা করেছে তাদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এআইডিএসও-র কলকাতা জেলা সম্মেলন

৮ অক্টোবর দক্ষিণ কলকাতায় সিএলটি অবন মহল হলে এআইডিএসও-র পঞ্চদশ কলকাতা জেলা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধন করেন এআইডিএসও-র প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ও এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল।

বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির অন্যতম সদস্য ও বিহার রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড বিজয় কুমার, এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় এবং রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড সামস মুসাফির। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা ছাত্র প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন থেকে কমরেড গৌরাঙ্গ খাটুয়াকে সভাপতি, কমরেড মিজানুর রহমানকে সম্পাদক করে ২১ জনের সম্পাদকমণ্ডলী সহ ৫৪ জনের জেলা কমিটি এবং ১৩৫ জনের জেলা কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

সিকিমে ব্যাঙ্ককর্মীদের রাজ্য সম্মেলন

সিকিমের সিংটামে ১০-১১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হল ব্যাঙ্কের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের প্রথম সিকিম রাজ্য সম্মেলন। রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শতাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন এই সম্মেলনে।

সভাপতিত্ব করেন অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক তথা এআইইউটিইউসি-র সহসভাপতি জগন্নাথ রায়মণ্ডল। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ফোরামের সম্পাদক গৌরীশংকর দাস। প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং অল ইন্ডিয়া পাওয়ারমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সমর সিনহা, সিপিডিআরএস-এর উপদেষ্টা সৌরভ মুখার্জী এবং তিস্তা ৫ (এনএইচপিসি) কন্ট্রাক্টর্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ভূমি ধকল। প্রতিনিধি অধিবেশনে সম্মেলনের প্রতিবেদন পেশ করেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক রঞ্জিত ছেত্রী। ১১ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র সহসভাপতি স্বপন ঘোষ। রঞ্জিত ছেত্রীকে সভাপতি এবং বিকাশ তামাংকে সম্পাদক করে ৩১ জনের রাজ্য কমিটি (কন্ট্রাক্টর্স ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, সিকিম) গঠিত হয়।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

সাতের পাতার পর

সাধারণ মানুষের দুর্দশার কি কোনও পরিবর্তন হয়েছে? না হয়নি। কারণ এগুলি পুঁজিপতিদেরই স্বার্থ রক্ষাকারী এক একটি সরকার। একটি সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ যখন ক্ষোভে ফেটে পড়েছে পুঁজিপতি শ্রেণি তাদেরই বিশ্বস্ত আর একটি দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। মনে রাখতে হবে, শোষিত মানুষের সমস্ত দুর্দশার কারণ এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সরকার বদলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বদল ঘটানো যায় না। দরকার এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই বদল। না হলে শোষিত জনগণ যেমন শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে না, তেমনই সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকেও মুক্তি পাবে না। শাসক শ্রেণির চক্রান্তে সাম্প্রদায়িকতা আজ শোষিত মানুষের ঐক্য এবং বাঁচার আন্দোলনের পথে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। সমাজকে একই সঙ্গে শোষণ এবং সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করার জন্য চাই ব্যাপক গণআন্দোলন। দরকার সেই আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সচেতন সংগঠিত অংশগ্রহণ। গণআন্দোলন যখন তীব্র হয় তখন সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি পিছু হঠে। আন্দোলনে অংশ নেওয়া মানুষও তখন জাত-ধর্মের বিভেদ ভুলে সাধারণ দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। দিল্লির কৃষক আন্দোলনে, এ রাজ্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে, আরজিকর আন্দোলনে এটাই দেখা গেছে। আর দরকার আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব। না হলে স্বার্থান্বেষী শক্তিগুলি, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি তার সুফল আত্মসাৎ করে। আজকের যুগে এই নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি। **এই পরিস্থিতি লক্ষ করেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ‘‘সমাজে শ্রমিক-চাষি-শোষিত মানুষের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বিপ্লব বারবার গমকে গমকে আসতে চাইবে, গমকে গমকে ফেটে পড়তে চাইবে। সমাজ অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব ফুলে ফুলে উঠে বারবার বলতে চাইবে— এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই; মানুষের মগজের কাছে, মানুষের কাছে আবেদন করতে চাইবে— বিপ্লব আমি চাই। কিন্তু বিপ্লব তত দিন হবে না, বার বার সে ফিরে যাবে, বিপথগামী হয়ে ফিরে যাবে, বার বার তার দ্বারা প্রতিক্রিয়া লাভবান হবে, বিপ্লব হবে না, যত দিন না বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত শক্তি নিয়ে বিপ্লবী পার্টির আবির্ভাব হবে। তাই শ্রমিকশ্রেণি, সর্বহারার কথা আমি চিন্তা করি— এটাও কোন সর্বহারা শ্রেণিচেতনা নয়। সঠিক বিপ্লবী চেতনা হল, সঠিক সর্বহারা শ্রেণিচেতনা, আর সঠিক সর্বহারা শ্রেণিচেতনা হল সঠিক পার্টিচেতনা— অর্থাৎ আপনারা সঠিক বিপ্লবী পার্টি চিনতে পেরেছেন কি না।’’** (এক মহান বিপ্লবী চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ)। তাই আজ জনগণের সামনে প্রধান কর্তব্য সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণির দলকে চিনে নেওয়া এবং তাকেই শক্তিশালী করা। না আবারও ঠকতে হবে। (শেষ)

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com